ঝিনাইদহে নবজাতক শিশু উদ্ধার, সব দায়িত্ব নিলেন ওসি মিজানুর রহমান

ঝিনাইদহ-যশোর মহাসড়কের তেতুলতলা বাজার এলাকার মায়াধরপুর গ্রামের নুরগীতলা নামক স্থানে এক নবজাতক ছেলে শিশু উদ্ধার করল সদর থানা পুলিশ।

ঝিনাইদহ সদর থানার অফিসার ইনচার্জ মোহাম্মদ মিজানুর রহমান জানান, আজ শুক্রবার সকাল সাড়ে দশটার দিকে একটি নবজাতক শিশুকে দেখে এলাকাবাসী থানা পুলিশকে জানালে তাৎক্ষণিকভাবে ঘটনাস্থলে গিয়ে স্থানীয়দের সহযোগিতায় শিশুটিকে উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

তিনি আরো জানান, বাচ্চাটির সুচিকিৎসার সকল ব্যবস্থা আমি গ্রহণ করেছি। বাচ্চাটি এখন চিকিৎসাধীন অবস্থায় হাসপাতালে শিশু ওয়ার্ডে ভর্তি আছে। আগ্রহী নিঃসন্তান দম্পতিরা বাচ্চাটিকে নেওয়ার জন্য হাসপাতালে ভিড় করছে ও ফোন দিচ্ছে। বাচ্চাটি নিরাপত্তার জন্য আমাদের থানার নারী কনস্টেবল নিয়োজিত করা হয়েছে।

আমাদের প্রধান লক্ষ্য বাচ্চাটিকে আগে সুস্থ করে তোলা। তারপর উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের সাথে আলাপ-আলোচনা করে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

গোকুলখালী পুলিশ ক্যাম্প স্থায়ীকরণ উপলক্ষে আলোচনা সভা

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলা গোকুলখালী বাজারে পুলিশ ক্যাম্প স্থায়ীকরণ উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শনিবার বিকালে গোকুলখালী বাজারে এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

হয়।

গোকুলখালী বাজার কমিটির সভাপতি হাজী শরিফুল ইসলাম টোকন এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চিৎলা ইউনিয়ন চেয়ারম্যান আব্দুস সালাম বিপ্লব।

বিশেষ অতিথি ছিলেন চিৎলা ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি শাহ আব্দুল বাতেন, গোকুলখালি পুলিশ ক্যাম্প ইনচার্জ বিকাশ দত্ত। উপস্থিত ছিলেন গোকুলখালি বাজার কমিটির সদস্যরা ও বাজারের সকল ব্যবসায়ী।

বাজার কমিটির সভাপতি হাজী শরিফুল ইসলাম বলেন, গোকুলখালি বাজারে যে ক্যাম্প রয়েছে, এটা ১৯৯২ সালে স্থাপন করা হয়। যার কারণে আমাদের ইউনিয়নের সকল জনগণ নিরাপদে রয়েছে। চুরি-ডাকাতি খুনখারাপি এগুলো নেই বললেই চলে।

এই গোকুলখালি বাজারে স্কুল, কলেজ, ব্যাংক, ইউনিয়ন পরিষদ,পানের হাট,গরু হাট আরও সরকারি-বেসরকারি অনেক প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এগুলা নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য পুলিশ ক্যাম্পের বিকল্প কিছু নেই। তাই পুলিশ ক্যাম্প এখান থেকে তুলে নিয়ে অন্য কোনো জায়গায় স্থাপন না করে এটা এলাকাবাসী ও সাধারণ জনগণের প্রাণের দাবি।

দামুড়হুদার নাটুদহ ইউনিয়নে বিট পুলিশং কার্যক্রম উদ্বোধন

“মুজিববর্ষের অঙ্গীকার পুলিশ হবে জনতার” এই স্লোগানকে সামনে রেখে আইনী সহায়তা মানুষের দোর গোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য দামুড়হুদা মডেল থানার পক্ষে থেকে ০৮ নং নাটুদহ ইউনিয়নে বিট পুলিশং কার্যক্রম উদ্বোধন করা হয়।

বৃহস্পতিবার ৬ আগস্ট দুপুর সাড়ে ১২ টার দিকে বিট পুলিশিং কার্যক্রম উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার দামুড়হুদা সার্কেল জনাব, মো: আবু রাসেল ।

অনুষ্ঠানে এলাকায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ, বাল্য বিবাহ রোধ, নারী

নির্যাতন, ইভটিজিং রোধকল্পে বিট পুলিশ পুলিশিং কার্যক্রম চালু করা হয়।

সর্বপরি এলাকার মানুষের কষ্ট লাঘবের জন্য এবং পুলিশি সেবা মানুষের দোর গোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে বিট পুলিশিং কার্যক্রম উদ্বোধন করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি আব্দুল খালেক, আইসি নাটুদহ পুলিশ ক্যাম্প আরও উপস্থিত ছিলেন ০৮ নং নাটুদহ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, বিভিন্ন ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য ও স্থানীয় বিভিন্ন গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

জীবননগর উপজেলার মনোহরপুর বিট পুলিশিং কার্যক্রমের উদ্বোধন

“মুজিববর্ষের অঙ্গীকার পুলিশ হবে জনতার” এ শ্লোগানকে সামনে রখে জীবননগর উপজেলার মনোহরপুর বিট পুলিশ কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার (৬আগষ্ট) সকাল সাড়ে ১০টার সময় জীবননগর থানা পুলিশের আয়োজনে জীবননগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলামের সভাপতিত্বে মনোহরপুর ইউনিয়ন পরিষদের হলরুমে মনোহরপুর ইউনিয়ন এলাকায় বিট পুলিশিং কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার (দামুড়হুদা-জীবননগর সার্কেল) আবু রাসেল।

উদ্বোধন শেষে সারাদেশে করোনায় পুলিশ সদস্যসহ যারা মারা গেছেন তাদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করা হয়। এ সময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মনোহরপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সোহরাব হোসেন খাঁন, থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি তদন্ত) ফেরদৌস ওয়াহেদ, জীবননগর প্রেসক্লাবের যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক আকিমুল ইসলাম,

উপজেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি আশরাফ আলী, মনোহরপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি গোলাম রসুল, সাধারণ সম্পাদক আহসান হাবীব, মনোহরপুর ইউনিয়ন আওয়ামী যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক ফজলুল হক, জীবননগর থানার কর্মকর্তা কর্মচারীসহ সুশীল সমাজের প্রতিনিধিসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

উপজেলায় ১টি পৌরসভা ও ৮টি ইউনিয়নে মোট ১১টি বিট পুলিশিং কার্যালয় থাকবে। প্রধান অতিথির বক্তব্যে সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার আবু রাসেল বলেন, পুলিশের একার পক্ষে সব অপরাধ দমন করা সম্ভব নয়, দরকার জনগনের আন্তরিকতা ও সহযোগিতা। যে কোন অপরাধের তথ্যাদি নির্ভয়ে আমাকে জানান, আপনাদের জন্য আমার ফোন দিন রাত ২৪ ঘন্টা খোলা।

আত্মসমর্পণের পর পুলিশি হেফাজতে ওসি প্রদীপ

টেকনাফ মেরিন ড্রাইভে পুলিশের গুলিতে অবসরপ্রাপ্ত মেজর সিনহার মৃত্যুর ঘটনায় টেকনাফ থানার ওসি প্রদীপ কুমার দাসকে হেফাজতে নিয়েছে চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ (সিএমপি)। বর্তমানে বিশেষ নিরাপত্তায় তাকে কক্সবাজার নেওয়া হচ্ছে। চট্টগ্রাম অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (অর্থ ও প্রশাসন) আমেনা বেগম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

আজ বৃহস্পতিবার চট্টগ্রাম থেকে প্রদীপ কুমারকে পুলিশ হেফাজতে নেয়া হয় বলে জানিয়েছেন চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশের (সিএমপি) কমিশনার মো. মাহাবুবর রহমান। তিনি বলেন, ওসি প্রদীপ কুমার চট্টগ্রামের দামপাড়ায় অবস্থিত সিএমপি’র হাসাপাতালে চিকিৎসা নিতে এসেছিলেন। সেখান থেকে তাকে হেফাজতে নেয়া হয়। এখন তাকে বিশেষ নিরাপত্তায় কক্সবাজার আদালতে পাঠানো হচ্ছে। সেখানে তিনি আত্মসমর্পণ করবেন। তবে এখন তাকে সিএমপির হাতে আটক বা গ্রেফতার বলা যাবে না।

চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশের (সিএমপি) অতিরিক্ত কমিশনার

(অপরাধ ও অভিযান) শ্যামল কুমার নাথ জানিয়েছেন, প্রদীপ কুমার চিকিৎসাধীন ছিলেন। তিনি সিএমপিকে ফোন করে আত্মসমর্পণের ইচ্ছা প্রকাশ করলে সিএমপি তাকে বিশেষ ব্যবস্থায় কক্সবাজারে পাঠানোর ব্যবস্থা করে।
এর আগে গতকাল বুধবার (৫ আগস্ট) রাতে প্রদীপ কুমারসহ এ মামলার আসামিদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করে আদালত। অবরসরপ্রাপ্ত মেজর সিনহার বোন শারমিন শাহরিয়ারের দায়ের করা মামলায় আদালত এ পরোয়ানা জারি করে।

মামলায় বাহারছড়া পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রের ইন্সপেক্টর লিয়াকতকে প্রধান আসামি ও টেকনাফ থানার প্রত্যাহারকৃত ওসি প্রদীপ কুমার দাসকে দ্বিতীয় আসামি করা হয়। এছাড়া মামলার অন্য আসামিরা হলেন বাহারছড়া তদন্ত কেন্দ্রের উপপরিদর্শক (এসআই) নন্দ দুলাল রক্ষিত, কনস্টেবল সাফানুর করিম, কামাল হোসেন, আব্দুল্লাহ আল মামুন, সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই) লিটন মিয়া, সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই) টুটুল ও কনস্টেবল মোহাম্মদ মোস্তফা।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

মেজর সিনহা হত্যা: প্রদীপ, লিয়াকতসহ ৯ পুলিশ সদস্যের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা

সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত মেজর সিনহা মো. রাশেদ খান হত্যার ঘটনায় টেকনাফ মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) প্রদীপ কুমার দাশ ও টেকনাফ বাহারছড়া তদন্ত কেন্দ্রের আইসি পুলিশ পরিদর্শক মো. লিয়াকতসহ ৯ পুলিশ সদস্যের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছেন আদালত।

সিনহার বড় বোন শারমিন শাহরিয়া ফেরদৌসের কক্সবাজার আদালতে বুধবার একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। ওই মামলায় অভিযুক্ত ৯ আসামির বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেন।

এ ঘটনায় নয় পুলিশ সদস্যসহ ১৭ জনকে প্রত্যাহার করেছে কর্তৃপক্ষ।

গত ৩১ জুলাই রাত সাড়ে ৯টার দিকে কক্সবাজার-টেকনাফ মেরিন ড্রাইভ সড়কের বাহারছড়া পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রে সিনহা নিহত হওয়ার সময় ওই আসামিরা উপস্থিত ছিলেন।

আদালতের বিচারক তামান্না ফারাহ মামলাটি আমলে নিয়ে সেটি টেকনাফ থানায় নিয়মিত মামলা হিসেবে রেকর্ড করতে নির্দেশ দেন। সেই সঙ্গে তিনি হত্যা মামলাটি তদন্তের জন্য কক্সবাজারের র্যাব-১৫-কে দায়িত্ব দিয়ে আগামী সাত দিনের মধ্যে প্রতিবেদন জমা দিতে বলেছেন।

মামলার এজাহারে সিনহার বড় বোন শারমিন শাহরিয়ার ফেরদৌস অভিযোগ করেন, টেকনাফ থানার ওসি প্রদীপ কুমার দাসের নির্দেশে পুলিশ পরিদর্শক লিয়াকত আলী তার ভাইকে গুলি করে হত্যা করেন। বাদী উল্লেখ করেন যে ঘটনার কিছুক্ষণ পর ওসি প্রদীপ কুমার দাস ঘটনাস্থলে আসেন। তিনি এসেই তখনও জীবিত থাকা সিনহাকে উদ্দেশ করে অকথ্য ভাষায় গালাগাল করেন এবং তার শরীরে লাথি মারেন। মৃত্যু নিশ্চিত হলে একটি গাড়িতে তুলে সিনহাকে কক্সবাজার জেলা সদর হাসপাতালের উদ্দেশে পাঠানো হয়।

মামলার অন্য আসামিরা হলেন বাহারছড়া তদন্ত কেন্দ্রের উপপরিদর্শক (এসআই) নন্দ দুলাল রক্ষিত, কনস্টেবল সাফানুর করিম, কামাল হোসেন, আব্দুল্লাহ আল মামুন, সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই) লিটন মিয়া, সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই) টুটুল ও কনস্টেবল মোহাম্মদ মোস্তফা।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

কোটচাঁদপুরে পুলিশ ক্যাম্পের ভবিষ্যৎ নির্ধারণে ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর মডেল থানাধীন উপজেলার দোড়া ইউনিয়নের লক্ষিপুর অস্থায়ী পুলিশ ক্যাম্পের ভবিষ্যৎ নির্ধারণে ওয়ার্কশপ

অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার বেলা ১২টার দিকে কোটচাঁদপুর মডেল থানার আয়োজনে স্থানীয় দোড়া ইউনিয়ন কার্যালয় মিলনায়তনে জনমত জরিপের এই ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়।

থানার অফিসার ইনচার্জ মাহবুবুল আলমের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (কোটচাঁদপুর সার্কেল) মোঃ মোহাইমিনুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও উপজেলা আ.লীগের সভাপতি শরিফুন্নেছা মিকি, সাধারণ সম্পাদক শাহাজান আলী, জেলা পরিষদ সদস্য শামীম আরা হ্যাপী।

এক সময়ের সন্ত্রাসী কবলিত এলাকা বলে খ্যাত উপজেলার দোড়া ইউনিয়নের লক্ষিপুর বাজার সংলগ্ন নির্দিষ্ঠ স্থানে ১৯৯৬ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয় অস্থায়ী পুলিশ ক্যাম্প। বর্তমান সময়ে এই জনপদের মানুষের দাবী সন্ত্রাস ও মাদক নিমূল এবং আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে অস্থায়ী এই পুলিশ ক্যাম্পকে স্থায়ী পুলিশ ক্যাম্প হিসাবে ঘোষণা করা। এই জন্য সংশ্লিষ্ঠ ঊদ্ধর্তন কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন জনপ্রতিনিধি সহ এই এলাকার সাধারণ মানুষ ।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, দোড়া ইউপি চেয়ারম্যান কাবিল উদ্দীন, ক্যাম্প ইনচার্জ শুকুর আলী, থানার উপ-পরিদর্শক এস.আই আব্দুল মান্নান, এস.আই তৌফিক, এস.আই জাহিরুল, বিশিষ্ট শিল্পপতি মোঃ মহাসিন আলী বকুল, সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুর রাজ্জাক ইউপি সদস্য মইদুল ইসলাম, ইউপি সদস্য মিলন, ইউপি সদস্য ইদ্রিস আলী, সংরক্ষিত নারী ইউপি সদস্য আইশা খাতুন সহ স্থানীয় জনসাধারণ।

‘সিনহা’র মৃত্যুর দায় ব্যক্তির, কোন প্রতিষ্ঠানের

নয়’

কক্সবাজারের টেকনাফে পুলিশের গুলিতে অবসরপ্রাপ্ত মেজর রাশেদ সিনহা’র মৃত্যুকে বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসেবে দেখতে চায় সেনাবাহিনী।

বুধবার কক্সবাজারে এক যৌথ সংবাদ সম্মেলনে এ কথা জানান সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল আজিজ আহমেদ।

এসময় তিনি বলেন, ‘সিনহা’র মৃত্যুর ঘটনায় সেনাবাহিনী ও পুলিশ মর্মাহত। তদন্ত কমিটির ওপর সেনাবাহিনী ও পুলিশের আস্থা আছে। এ ঘটনার দায় ব্যক্তির, কোন প্রতিষ্ঠানের নয়।’

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

মেজর সিনহা হত্যায় আদালতে মামলা দায়ের

টেকনাফের শামলাপুর চেকপোস্টে সেনাবাহিনীর মেজর (অব.) সিনহা মো. রাশেদ খানকে গুলি করে হত্যা ঘটনায় মামলা হয়েছে।

সিনহা মো. রাশেদ খানের বড় বোন শারমিন বাদী হয়ে বুধবার কক্সবাজার আদালতে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন।

টেকনাফ থানার ওসি প্রদীপ কুমার ও বাহারছড়া ফাঁড়ির ইনচার্জ পরিদর্শক লিয়াকত আলীসহ ৯ জন ও অজ্ঞাতনামা কয়েকজনকে আসামি করা হয়েছে এই মামলায়।

আদালত অভিযোগ আমলে নিয়ে র্যাবকে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]